দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 JAN 1991

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভর্তি পরীক্ষায় অলৌকিক তদবির

খোন্দকার আলী আশরাফ

লিফলেট আর খবরের কাগজের মধ্যে তফাৎ ঢের। তবে মূল পার্থক্য হল এই যে খবরের কাগজ পয়সা দিয়ে কিনতে হয় আর লিফলেট বিলি করা হয় মাগনা। বলা যেতে পারে গছিয়ে দেয়া হয়। লিফলেট নানা বিষয়ের হতে পারে। রাজনৈতিক দলের প্রচারপত্র যেমন বেরোয় তেমনি তা বেরোয় পণ্যের বিজ্ঞাপন হিসাবেও।

হালে বাসের মধ্যে লিফলেট বিলির হিড়িক পড়েছে। এগুলোর অধিকাংশই হচ্ছে কোবরেজদের ওষুধের বিজ্ঞাপন। মঘা ও আয়ুবেদীয় মতে ভালো চিকিৎসা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন এমন সব ডাকসাইটে কোবরেজরা সেগুলো প্রকাশ করেন। আবার হেকিমী, তিব্বি ও ইউনানী মতে চিকিৎসা করে হাজার হাজার আর্ত নর–নারীকে রোগমুক্ত করার খবর জানিয়েও লিফলেট বের করা হয়। এসব লিফলেটে দাবী করা হয় যে ঐসব ঔষধের গ্যারান্টি ষোলো আনা। কেউ ঐসব দাওয়াই ব্যাবহার করে বিফল হননি আজ পর্যন্ত। অতএব, আপনারা নিজেরা যারা জটিল রোগে ভুগছেন তারা এখুনি চলে আসুন, অথবা আপনাদের ইষ্টিকুটুম ইয়ারবক্সীদের মধ্যে কঠিন কঠিন রোগে যাদের জীবন অতিষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের নিয়ে আসুন কিংবা পাঠিয়ে দিন।

হেকিম বেলেহাজ উল্লার দাওয়াই খেলে ঐসব রোগবালাই যে রোগীদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে লিফলেট পাঠকদের সে সম্পর্কে সন্দেহ থাকা সমীচিন নয়।

বিশিষ্ট সিদ্ধপুরুষ বা তার কোন চেলাকর্তৃক প্রকাশিত মন্ত্রকেও তাবিচ–কবচের বিজ্ঞাপন সংবলিত লিফলেটও কম চোখে পড়ে না। আরও আছে স্বপ্নাদ্য মাদুলীর বিজ্ঞাপন খচিত লিফলেট।

খবরের কাগজের সঙ্গে এসব লিফলেটের আর একটি মৌলিক পার্থক্য এই যে, মানুষ খবরের কাগজ কমবেশী পড়ে। কিন্তু লিফলেট বড় একটা পড়ে না। কেউ চোখ বুলিয়ে দেখে ফেলে দেয়। সেটুকু কষ্টও অনেকে করতে রাজী নয়। বোধ হয় মাগনা বলেই লিফলেটের এই দুর্দশা। তবে এসব লিফলেটের একটা অত্যন্ত সুফল দেখতে পাওয়া যায় কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন বাসযাত্রাকালে সময়টা বেশ কাটে। অবশ্যি কেবল উপবিষ্ট-যাত্রীদের ক্ষেত্রেই কথাটা খাটে। তো সে সৌভাগ্য আর কজনার হয়?

সে যাই হোক, সেদিন বাসে আমি একটি ব্যতিক্রমধর্মী লিফলেট পেয়েছি। এই লিফলেটটি বের করেছেন আমাদেরই কস্তুরী বাগানের খাবলা মীরাধা নামে জনৈক সিদ্ধপুরুষ। এই চরিত্রটিকে আমি চিনি না। নাম শুনেছি অবশ্য। পাড়ায় নবাগত। তবে এর মধ্যেই বিশিষ্ট সমাধান সম্রাট টৈবিলুদ্দির ব্যবসার অনেক ক্ষতি করেছে বলে শুনেছি। এ যাবৎকাল আমাদের পাড়ায় টৈবিলুদ্দিই ছিল একমাত্র অলৌকিক তদবির বিশারদ। বাটিচালান দেয়া থেকে শুরু করে ঝাড়ফুক, যাদুটোনা সবকিছুতেই সে এক ওস্তাদ গুণীন। তবে তার কোন স্বপ্নাদ্য মাদুলী ছিল না। কিন্তু খাবলা-মীরটা কেবল একজন সিদ্ধপুরুষই নয়। তিনি স্বপ্নে এমন এক ধন্বন্তরী মাদুলী লাভ করেছেন যা দিয়ে ব্যক্তি জীবনে ব্যাবাক সমস্যার সমাধান করা হয়। এই মাদুলী গ্রহণে ব্যবসায়, প্রেমে সাফল্য আসে, রোগবালাই থেকে মুক্তি অবধারিত। শত্রু নাশ সুনিশ্চিত। সেই পরম সিদ্ধপুরুষের পক্ষ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে এই চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী লিফলেটটি।

শিরোনাম পড়েই তাজ্জব হয়ে গেলাম। আর তাই নিঃশ্বাস রোধ করে পড়ে ফেললাম পুরো লিফলেটটা। যত পড়ি ততই অবাক হই।

লিফলেটটির শিরোনাম হল ঃ ভর্তি পরীক্ষায় অলৌকিক তদবির–একটি সুনিশ্চিত সমাধান।

লিফলেটের বাণী নিম্নরূপ ঃ আমার ভাই সাহেব ও ভগিনীবৃন্দ। প্রতি বছর জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী মাসে আপনাদের সামনে একটি বিরাট সমস্যা দেখা দেয় কিভাবে ছেলেমেয়েদের ভালো স্কুলে ভর্তি করাবেন। স্বাধীনতাউত্তরকাল থেকেই এই সমস্যার শুরু। কারণ ঔপনিবেশিক আমলে কোনস্কুলই ভালো ছিল না। সবগুলোই ছিল খারাপ। সুতরাং পোলাপানদের যে কোন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলেই হল। কিন্তু হালে দেশে বিশেষ করে শহরগুলোতে দুরকম স্কুল আছে– ভালো আর ভালো নয় অর্থাৎ খারাপ স্কুল। তো আপনারা সবাই যে ভালো স্কুলে পোলাপান ভর্তি করাতে চাইবেন তাতে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। ছেলেদের আজেবাজে স্কুলে ভর্তি করিয়ে তাদের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে করতে চায় কোন বাপ–মা?

"সমস্যা এখানেই। ভালো স্কুলে ভর্তিচ্ছু পোলাপানদের বেজায় ভিড়। আড়াইটা আসনের আড়াই হাজার পোলাপান পরীক্ষা দেয়। এই সুবাদে চুটিয়ে ব্যবসা চালায় ভালো স্কুলগুলো। শোনা যায় কোন কোন স্কুলে নাকি ভর্তির ব্যাপারে ঘুষের রেওয়াজও চালু হয়েছে। তাছাড়া চাপসৃষ্টি, তৈলদান, তোষামোদী এসব তো আছেই।

"আমি, মহামতি সিদ্ধপুরুষ খাবলা মীরধা, পিতা মরহুম হামলা মীরধা, হাল সাকিন কস্তুরী বাগান, ঢাকা–২৩০৫, ভর্তি পরীক্ষার এই সমস্যার কবল থেকে দেশের ব্যাপক বাপ–মাকে রক্ষা করার জন্য আপনাদের খেদমতে হাজির হয়েছি।

"এখন আর আপনাদের পোলাপানদের ভর্তি নিয়ে কোন হুজুতে পড়তে হবে না।

"আজ থেকে পাঁচ বছর আগে মাঘী পূর্ণিমার রাতে আমি যখন নিদ্রাচ্ছন্ন ছিলাম তখন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আমাকে বললেন, "বৎস, মানুষের জন্য তুমি অনেক করেছ। জনকল্যাণে তোমার অবস্থানের তুলনা নাই। কিন্তু বোধহয় জান না যে, তোমাদের দেশের শহরাঞ্চলের মাতাপিতারা তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তির সমস্যা নিয়ে বছরের পর বছর জর্জরিত হয়ে আসছে।

"এ ক্ষেত্রেও বৎস খাবলা, তোমার কিছু করনীয় আছে। আমি তোমাকে একটি মন্ত্র দান করছি। এই মন্ত্রটি তামার মাদুলীতে ভরে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহনেচ্ছু ছোড়াছুড়িদের বাপ–মাদের মধ্যে বিতরণ করবে। খবরদার এর জন্য কোন টাকাপয়সা নিতে পারবে না। কেবল মাদুলী ও মন্ত্রলেখার কাগজের দাম নিতে পারবে। অবশ্য প্রয়োজনে ডাকমাশুল গ্রহণে আপত্তি নেই।

"এই বলে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ কেটে পড়লেন। ঐ ঘটনার পর থেকেই আমি আপনাদের মধ্যে যারা তাদের পোলাপানদের স্কুলে ভর্তি করাতে চান তাদের খেদমতে হাজির হয়েছি এবং খেদমত চালিয়ে যাচ্ছি।

"এখানে উল্লেখ করা উচিৎ যে, কেবল স্কুলের ক্ষেত্রেই নয়, কলেজ ও ইউনিভার্সিটিতে ভর্তির ক্ষেত্রেও এই স্বপ্নাদ্য মাদুলী ব্যবহার করা যেতে পারে।

"মাদুলীর ফি বেশি নয়। ছেলেদের জন্য আড়াই হাজার ও মেয়েদের জন্য তিনহাজার টাকা মাত্র। ডাকমাশুল অবশ্য আলাদা। ভর্তি পরীক্ষার সাতদিন পূর্বে অবশ্যই এই মাদুলী সংশ্লিষ্ট ছেলের বাম বাজুতে ও সংশ্লিষ্ট বালিকার ডানবাজুতে বেঁধে দিতে হবে। তবে মেয়েরা তা মালার মতো করে গলায় পরলেও আপত্তি নেই।

"এই বিজ্ঞাপন যাদের চোখে পড়বে তারা যেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তেমনি এটা অন্যদেরও পড়তে দেয়ার আরজ জানান হচ্ছে।

"আমি ভালো করেই জানি যে, অতীতে আপনারা এসব অলৌকিক তদবির করতে গিয়ে ঠকেছেন– কেননা, আপনারা প্রতারকদের পাল্লায় পড়েছিলেন। কিন্তু আমি যে ঠগ, প্রতারক, ভণ্ড নই সে কথা নিশ্চয়ই বলার অপেক্ষা রাখে না। আমাকে তো আপনারা ভালো করেই চেনেন। তবু যাদের আপনাদের মনে কোনরকম অবিশ্বাস না থাকে সেই লক্ষ্যে এই স্বপ্নাদ্য মাদুলীর সাহায্যে যারা উপকার পেয়েছেন অর্থাৎ যারা তাদের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিচ্ছু পোলা-পানদের অভিলাষ পুরণে কামিয়াব হয়েছেন তাদের কয়েকজনের লেখা চিঠি এই বিজ্ঞাপনে পত্রস্থ করছি।

(চিঠি নং—১)

পাক জনাবেষু,

জনাব খাবলা মীরধা। প্রথমে অবিশ্বাস করেছিলাম। কিন্তু এখন আর অবিশ্বাস নাই। আপনার নিকট থেকে পাওয়া স্বপ্নাদ্য মাদুলীর বরকতে আমার ছেলে দুলু মিয়া, ও দুই মেয়ে খালফা খাতুন ও মাখনা খাতুন, ভাগিনেয় মাহিনা মোহাম্মদকে তল্লাটের তথা বাংলাদেশের সেরা স্কুলে ভর্তি করতে পেরেছি। তারা সবাই নিজ নিজ ক্লাশের ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। অথচ গত কয়েক বছর ধরে তারা প্রত্যেকটি ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করে এসেছে। আপনাকে তাই অশেষ ধন্যবাদ জানাই। আপনার মঙ্গল কামনা করি। পরম করুণাময় আপনাকে এভাবে আরো কোটি কোটি মাতাপিতার দুঃখযন্ত্রণার ও দুশ্চিন্তার অবসানের তওফিক দিন। ইতি

'আপনার গুণমুগ্ধ'
(নাম অস্পষ্ট। স্বাক্ষর অস্পষ্ট)
২২শে জানুয়ারী ১৯৮৯ ইং

চিঠি নং— ২

জনাব খাবলা মীরধা শ্রদ্ধাভাজনেষু,

কয়েক বিলিয়ন সালাম নেবেন। পর সমাচার এই যে, আপনার নিকট থেকে সংগৃহীত স্বপ্নাদ্য মাদুলীতে কাজ হয়েছে। প্রতিবছরে ভর্তি পরীক্ষায় ফেল করা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীট এবার যথাবিহিত সম্মানসহকারে উত্তীর্ণ হয়েছে। আপনি আমার যে উপকার করেছেন আমি ও আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী তা কোনদিন ভুলব না। ভুলব না। ভুলব না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রীটি আপনার কদমবুচি করতে চায়। আপনি অনুগ্রহ করে অনুমতি দেবেন বলে আশা করছি। ইতি

আপনার গুণমুগ্ধ
ছোলা মিয়া
২৩শে মার্চ, ১৯৯০

এই ধরনের হাজার হাজার চিঠি আমার ফাইলে আছে। কয়েক হাজার চিঠি ফেলে দিয়েছি।

"এই অবস্থায়, আপনারা যারা পোলাপানদের ভর্তি সংকটে বিব্রত তারা অচিরেই পরিত্রাণ পাবার জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করবেন বলে আশা করছি।"